৩৫৪ ✪ W. T. O.।

প্রতিষ্ঠা : World Trade Organisation গঠিত হয় 1995 সালের ১লা জানুয়ারী।

সভ্য সংখ্যা : 146টি দেশ।

সদর দপ্তর : সুইজারল্যান্ডের জেনিভা।

উদ্দেশ্য : বিশ্ব-বাণিজ্য প্রসার ও অবাধ বিনিময়।

গুরুত্ব : বিশ্ববাণিজ্যের পথ অনেক সরল ও সাবলীল হয়েছে ও বিশ্ব-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ব্রঞ্চ বা ফোরাম-এ বিশ্ব নেতারা তাদের বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করে।

৩৫৫ ✪ আন্তর্জাতিক কার্টেল ।

আন্তর্জাতিক কার্টেল এক ব্যবস্থা, যাতে একচেটিয়াভাবে উৎপাদিত কোন পণ্যের উৎপাদক সংস্থা ওই পণ্যের যোগানকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে সংস্থার দেশগুলো নিজেদের যৌথ মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়।

৩৫৬ ✪ GATT ।

General Agreement on Tariffs and Trade আসলে শুল্ক বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক সাধারণ চুক্তি। 1947 সালে 23টি দেশ নিয়ে জেনিভায় এই সংস্থা গঠিত হয়।

লক্ষ্য : (1) বিশ্ব বাণিজ্যের শুল্ক হ্রাস করা। (2) বাণিজ্যকে সংরক্ষণ থেকে মুক্ত করা। (3) বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটানো।

Scanned with CamScanner

৩৫৭ ✪ W. T. O.-এর নীতি।

বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার মূল নীতি হল—

i) বিশ্বব্যাপী পক্ষপাতহীন বাণিজ্য করা।
ii) মুক্ত বাণিজ্য বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উদার নীতি গ্রহণ করা।
iii) W. T. O. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে।
iv) সভ্যদেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করে W. T. O.।
v) বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক জটিলতা দূর করা।

৩৫৮ ✪ W. T. O.-এর কার্যাবলী ।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে W. T. O. বিভিন্ন কাজ করে। যেমন—

i) বহুমুখী বাণিজ্যিক চুক্তি রূপায়ণ ও সম্পাদন করে।
ii) শুল্ক সংক্রান্ত বাধা দূর করে।
iii) বৈদেশিক বাণিজ্যিক নীতি পর্যালোচনা করে।
iv) উন্নয়নশীল দেশের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করে।
v) বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক বিরোধ দূর করে।
vi) বাণিজ্যিক মধ্যস্থতা স্থাপন করে।
vii) ডামিপং বিরোধী নীতি মেনে চলে।

৩৫৯ ✪ W. T. O.-এর সীমাবদ্ধতা ।

i) W. T. O. মুক্ত বাণিজ্যের পরিবর্তে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর লক্ষ্যে কাজ করে।
ii) উন্নত ও অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণ করে W. T. O.
iii) অসম প্রতিযোগিতার ফলে অনুন্নত দেশগুলো টিকে থাকতে পারছে না।
iv) শিল্পোন্নত দেশগুলো উন্নত পণ্যসামগ্রী দ্বারা বাজার দখল করে নিচ্ছে।
v) উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে।

৩৬০ ✪ আপেক্ষিক ব্যয় তত্ত্ব (COMPARATIVE COST)।

বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী দুটো দেশ এই নীতি মেনে কাজ করে; কোন পণ্য উৎপাদন করতে যে দেশের উৎপাদন ব্যয় কম হয় সেই দেশটি ঐ পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি করবে।

যে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কোন দেশে বেশি হলে ঐ দেশ ওই পণ্য উৎপাদন বন্ধ করে পণ্যটি আমদানি করবে। এই তত্ত্বকে আপেক্ষিক ব্যয় তত্ত্ব বলে।

অর্থনীতিবিদ্ ডেভিড রির্কাডো এই তত্ত্বের প্রবক্তা।

৩৬১ ভারতীয় অর্থনীতিতে উদার অর্থনীতি বা মুক্ত বাণিজ্যের প্রভাব।

W.T.O. স্থাপনের ফলে ভারতের শিল্প, বাণিজ্য অর্থনীতির কিছু সুবিধা হয়। এগুলো হল—

i) মোট বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
ii) পরিষেবা ক্ষেত্রে রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে।
iii) বাণিজ্যিক বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে।
iv) কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে।
v) সুতী বস্ত্রের রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে। (শিল্পজাত রপ্তানী পণ্যের 20%)
vi) বাণিজ্যিক বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটেছে।
vii) উদার আর্থিক নীতি প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে।

Scanned with CamScanner

৩৬২ W.T.O. স্থাপনের ফলে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যে অসুবিধা।

W.T.O. স্থাপনের ফলে ভারতের শিল্প, কৃষি অর্থনীতিতে কিছু অসুবিধা দেখা যায়। যেমন—

i) প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়েছে।

ii) দেশীয় প্রতিষ্ঠানের অবনমন ঘটছে।

iii) সার্বভৌমত্বের সংকোচন।

iv) আভ্যন্তরীন বাজারে দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, পেটেন্ট আইন। খাদ্যে ভর্তুকি ইত্যাদি আইন প্রনয়ন।

v) মেধা সম্পত্তির অধিকার চুক্তির ফলে জীবনদায়ী ঔষধ সহ পণ্যমূল্য বৃদ্ধি।

vi) উন্নত দেশগুলোর বাজার দখলের জন্য উন্নয়নশীল দেশের বাজার সংকোচনশীল হয়েছে।

Scanned with CamScanner